দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১৬,৬)

বাঁশের ফুলের দানা থেকে 'চাল'

■ অমর চাঁদ গুপ্ত অপু, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

ফুলবাড়ীতে বেড়ুয়া বাঁশের (কাঁটাযুক্ত বাঁশ) ফুলের দানা থেকে খাওয়ার উপযুক্ত চাল তৈরি করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন কৃষি শ্রমিক সঞ্জু রায়। তিনি উপজেলার এলুয়ারি ইউনিয়নের পাকাপান গ্রামের শিমুল চন্দ্র রায়ের ছেলে। তার এই বাঁশের ফুলের চাল নিজের পরিবারের খাবার জোগান দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামবাসীর মধ্যে বিক্রি করছেন ৪০ টাকা কেজি দরে।

গত শনিবার সাঞ্জু রায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, আঙিনায় বস্তার মধ্যে কিছু বাঁশের ফুল থেকে বের করা জব আকৃতির ধান শুকানোর জন্য রোদে দিয়েছেন তার স্ত্রী সাথী রায়। জব আকৃতির দানাগুলো পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর সেটি হাসকিং মিলে ছাঁটাই করে চাল আকৃতির দানা বের করা হয়। দানাগুলো চাল আকৃতির হওয়ায় সেটি গ্রামবাসীর কাছে বাঁশের চাল হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। দেড় বস্তা চাল বাড়ির বারান্দায় মজুত রাখা হয়েছে। আর চাল করার জন্য কিছু বাঁশফুলের দানা রোদে শুকানোর জন্য আঙিনায় দেওয়া আছে। এগুলো শুকিয়ে মিলে নিয়ে চাল বের করা হবে।

সাঞ্জু রায়ের বাঁশের চাল গ্রামের অনেকেই কিনে নিয়ে খিচুড়ি আর রুটি হিসেবে খেলেও ভাত হিসেবে এখনো সেভাবে খাচ্ছেন না লোকজন। বাঁশের চালের সংবাদে আশপাশের লোকজন প্রতিদিন সাঞ্জু রায়ের বাড়িতে আসছেন, বাঁশের চালের গল্প শুনছেন। অনেকে দু-চার কেজি চাল কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন।

সাঞ্জু রায়ের প্রতিবেশী গৃহবধূ দুবলা রানী, কুসুম বালা, সাবিত্রী রানী ও কালীপদ রায় বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে ঝরেপড়া বাঁশের ফুল বাড়িতে এনে সেগুলো পানিতে ধুয়ে রোদে শুকাতে দেওয়ার বিষয়টি প্রথম প্রথম তাদের কাছে সাঞ্জু রায়ের পাগলামি মনে করতেন গ্রামের লোকজন। তবে পরে সেগুলো থেকে জব আকৃতির দানা বের হওয়া এবং সেই দানা হাসকিং মিলে নিয়ে ছাঁটাই করে চাল বের হওয়া সবাইকে চমকে দিয়েছে।

সাঞ্জু রায়ের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া দুই শতাংশ জমির ওপর বাড়ি ছাড়া আর জমিজমা নেই। পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

বাঁশের ফুলের দানা

১৬ পৃষ্ঠার পর

তার ছোট বোন জামাতা খোকন পাল বলেন, সাঞ্জু রায় সব সময় কারিগরি কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করেন। মাঝেমধ্যে সে নষ্ট হওয়া বৈদ্যুতিক বাল্ব কিনে এনে সেই বাল্বগুলো আবার ঠিকঠাক করে বিক্রি করে দেন।

সাঞ্জু রায় বলেন, কাজ করার সময় কালী রায় নামের এক কৃষি শ্রমিকের পরিচয় ঘটে। কালী রায় তাকে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাঁশের ফুলের দানা থেকে চাল বের করার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। সেই গল্প থেকেই সাঞ্জু রায়ের আগ্রহ জন্মায় বাঁশফুলের দানা থেকে চাল সংগ্রহের। প্রথমে বাঁশফুলের দানা থেকে চাল বের করে বাড়িতে ভাত, খিচুড়ি ও আটা তৈরি করে রুটি খাওয়া শুরু করেন। এতে ভালো লাগায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু করেন বাঁশের ফুলের ঝরেপড়া দানা সংগ্রহ করা। প্রতিদিন বাঁশের ফুলের দানা থেকে ১৫ থেকে ২০ কেজি চাল পাওয়া যাচ্ছে, যা ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় দুই মণ চাল বিক্রি হয়েছে এবং বাড়িতে এখনো মজুত রয়েছে প্রায় তিন মণ চাল।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রুম্মান আক্তার বলেন, বিষয়টি জেনেছেন। তবে এটি গবেষণার বিষয়। গবেষণা করে খাদ্যপণ্য হিসেবে অনুমোদন পাওয়া গেলে তখন এ বিষয়ে বলা যাবে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রকিবুল হাসান বলেন, বাঁশের বীজ থেকে চাল উৎপাদন হয় এটা প্রথম জানালেন। বিষয়টি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এর সঠিকতা নিরূপণ করা হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখঃ ২২/০৪/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০)

এবার ৪৫ টাকা কেজিতে চাল ও ৩২ টাকায় ধান কিনবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

এবারের বোরো মৌসুমে ৫ লাখ টন ধান, ১১ লাখ টন সিদ্ধ চাল, ১ লাখ টন আতপ চাল এবং ৫০ হাজার টন গম কিনবে সরকার। আগের বারের চেয়ে কেজিপ্রতি ধানের দর দুই টাকা এবং চালে এক টাকা বাড়িয়ে এবারের মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। প্রতি কেজি বোরো ধানের ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২ টাকা আর প্রতিকেজি সিদ্ধ চাল ৪৫ টাকা দরে কেনা হবে।

গতকাল সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদের সভাকক্ষে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে কৃষকের কাছ থেকে ৫ লাখ টনের বেশি ধান কেনা হবে। ধানের পাশাপাশি এবার ৪৫ টাকা কেজি দরে ১১ লাখ টন সেদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হবে। গতবার এটি ৪৪ টাকা কেজি দরে কেনা হয়েছিল। এ ছাড়া ৪৪ টাকা কেজি দরে ১ লাখ টন আতপ চাল কেনা হবে। ৩৪ টাকা কেজি দরে ৫০ হাজার টন গমও কেনা হবে। আগামী ৭ মে থেকে ধান কেনা শুরু হবে ও ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তা চলবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বেশি ধান কেনা হবে হাওর থেকে। কৃষক যাতে তাঁর উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পান, সে জন্য এবার ধান কেনা কেজিতে দুই টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং এতে কৃষক উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, দেশে এখন খাদ্য মজুত আছে ১২ লাখ টন। বন্দরে ১ লাখ ২০ হাজার টন গম এসে পৌঁছেছে। আরও ৩ লাখ গম কেনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোনো ঘাটতি নেই। ধান কেনার সঙ্গে প্রশাসনের সবাইকে যুক্ত করা হয়েছে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, বোরো ধান-চালের উৎপাদন খরচ গত বছরের থেকে বেশি হওয়ায় এবার সংগ্রহ মূল্য কিছুটা বেড়েছে। দামের কারণে কৃষক একটু উৎসাহিত হোক। কেননা, কৃষক অন্য শস্যে চলে যাচ্ছে, আমাদের চালের প্রয়োজন। পয়লা বৈশাখ থেকে চালের বস্তায় ধানের জাতের নাম ও মিলগেট মূল্য লেখা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা– জানতে চাইলে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, অলরেডি সেটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

যায়যায়দিন

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১০)

ধানের নয়, বাঁশের ফুল থেকে চাল উৎপাদন

■ ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

ধানের নয়, বাঁশের ফুল থেকে চাল উৎপাদন করে এলাকায় সাড়া ফেলেছেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার কৃষক সাঞ্জু রায়।

এ চাল উৎপাদন ও মানুষের খাদ্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক কোনো স্বীকৃতি বা গবেষণায় কোনো তথ্য না থাকলেও, বাঁশের ফুল থেকে উৎপাদিত চালের ভাত খিচুড়ি তৈরি করে খাওয়া শুরু করেছেন, চাল উৎপাদনকারী কৃষক সাঞ্জু রায়সহ ওই এলাকার অনেক পরিবার। সেই চাল খাওয়ার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। অনেক পরিবার কৌতূহল বশত কিনছেন সেই চাল।

সাঞ্জু রায়সহ ওই গ্রামের অনেকে বলছেন, বাঁশের ফুল থেকে উৎপাদিত চালের ভাত, খিচুড়ি, আটা খেয়ে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, বরং বেশ সুস্বাদুও বটে।

বাঁশের ফুল থেকে চাল উৎপাদনকারী সাঞ্জু রায় উপজেলার এলুয়াড়ী ইউনিয়নের পাকাপান গ্রামে মিলন রায়ের ছেলে।

সাঞ্জু রায় বলেন, বাঁশ ফুলের মাধ্যমে উৎপাদিত এই চাল দিয়ে ভাত, খিচুড়ি, পায়েশসহ আটা তৈরি করে তা দিয়ে পিঠা এবং রুটি বানিয়ে খাওয়া হচ্ছে। যা অত্যন্ত সুস্বাদু। উৎপাদিত এই চাল ৪০ টাকা কেজি দরে অনেকেই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই বাঁশের চাল থেকে আয় রোজগারেও উৎস সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সাঞ্জু রায় তার বাড়ির পাশে বাঁশের ঝাড়ে বাঁশ ফুল থেকে ধান আকৃতির বীজ সংগ্রহ করছেন। সেই বীজ পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকাচ্ছেন। সেগুলো রোদে শুকিয়ে চালের মিলে ভাঙাবেন। বাড়ির উঠানে প্রস্তুতকৃত এমন কয়েকটি বীজের বস্তা রেখেছেন। কিছু চাল ভাঙিয়ে রেখেছেন। গ্রামের অনেকেই তা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বাঁশের ফুল থেকে চাল উৎপাদন করার বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। যা দেখতে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে উৎসুক মানুষ ভিড় করছেন তার বাড়িতে।

প্রতিবেশী মিনতি রানী, সুনিল রায় ও লিপি রানী বলেন, বাঁশের ফুল থেকে চাল সংগ্রহ করার বিষয়টি তারা প্রথমে ছেলে মানুষি মনে করেছিলেন। পরে তার এই চাল তৈরি এবং খেয়ে তারা বুঝতে পেরেছেন, সে একটি ভালো কিছু করেছে। বর্তমানে তার এই উৎপাদিত চাল অনেকেই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

সাঞ্জু রায় জানান, তিনি একজন দিন মজুর। এক মাস আগে পাশের গ্রামে কাজ করতে গেলে সেখানে কাজের ফাঁকে কালি চন্দ্র রায় (৭০) নামে একজন পরিচিত ব্যক্তি তাকে বাঁশের ফুল থেকে চাল সংগ্রহ করে খাওয়া যায় বিষয়টি জানান। তার কথামত তিনি সেগুলো সংগ্রহ করে প্রথমে নিজে খেয়ে ভালো লাগে। এরপর থেকে তা সংগ্রহ করা শুরু করেন। এতে নিজেদের খাবারের চাহিদাও পূরণ হচ্ছে, পাশাপাশি এই চাল ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন। তবেসাঞ্জু জানান, এটি কষ্টসাধ্য কাজ। প্রতিদিন ২০ কেজি বীজ সংগ্রহ করা যায়। এসব পরিষ্কার করে ভাঙিয়ে চাল করলে প্রচলিত ধানের সমপরিমাণ চাল হয়।

জানা গেছে, দেশে ২৩ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে। এর মধ্যে গ্রাম্য ভাষায় (বেইড়া বাঁশ) বলে পরিচিত এই বাঁশের ফুল থেকে এখন উৎপাদন করা হচ্ছে চাল। অন্যান্য চালের মতোই বাঁশের ফুল সংগ্রহকৃত বীজ ধানের মিলে ভাঙিয়ে তা থেকে চাল তৈরি করা হচ্ছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাত ধরনের বাঁশ বেশি দেখা যায়। এর মধ্যে বরাক, করজবা, বাইজ্জা, তল্লা, মাকলা, ভুদুম অন্যতম। তবেকরজবা ও বাইজা বাশের ফুল হয়, এসব প্রজাতির বাঁশের কাণ্ড পুরু ও কাঠল বলে ঘরের বেড়া ও খুঁটি হিসেবেব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া পাকা বাড়ি তৈরির সময় ছাদ ঢালাই দিতেও এসবঁবাশের প্রয়োজন হয়।

প্রচলিতভাবে ধান থেকে চাল উৎপাদন হয়; কিন্তু বাঁশের ফুল থেকে চাল উৎপাদনের ঘটনাটি একেবারে বিরল। এর পূর্বে বাংলাদেশে আর কোথাও এরকম চাল উৎপাদন হওয়ার কোনো তথ্য নেই। এমন কি চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট বা কৃষি অধিদপ্তরেও এর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ কারণে এ চাল মানুষের দেহের জন্য উপযোগী কি না সে বিষয়েও কোনো মতামত দিতে পারেননি ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রুম্মান আক্তার ও রংপুর ধান গবেষণাগার, রংপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রকিবুল হাসান।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রুম্মান আক্তার বলেন, ৫০ থেকে ১০০ বছর পরপর বাঁশের ফুল আসে। আর সেই ফুলে বীজ তৈরি হয়। কিন্তু সেই বীজের চাল মানবদেহের জন্য উপযোগী কি না সেটি গবেষণার কাজ। গবেষণা ছাড়া এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সম্ভবনয়।

একই কথা বলেন রংপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রকিবুল হাসান। এই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা হবে।